হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৫



হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়

সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- হজ্জে মাবরুর এর পরিচয় ও এর ফজিলত
- হজ্জ মাকবুল হওয়ার আলামতসমুহ
- মুসলিম উম্মাহর প্রতি একজন মাবরুর হাজীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
- হজ্জ পালনকারীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনসমুহ ও একজন হাজীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জে মাবরূর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়

হাজ্জে মাবরূর এর পরিচয় ও এর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

"এক 'উমরাহ থেকে অপর 'উমরাহ পালনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মাফ হয়ে যায়। আর মাবরূর হজ্জ (ত্রুটিবিহীন হাজ্জ বা মাকবূল হজ্জ) এর প্রতিদান কেবলমাত্র জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়"। (সহীহ বুখারী)

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ما ذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ما ذا قال حج مبرور.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মাবরূর হজ্জ। (সহীহ বুখারী)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন। আমরা কি জিহাদ করবো না? তখন তিনি বললেন: **لكن أفضل الجهاد حج مبرور** অর্থাৎ তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো মাবরূর হজ্জ। (সাহীহুল বুখারী-২৭৮৪)

হজ্জে মাবরূর এর সহজ অর্থ হলো হজ্জে মাকবূল। অর্থাৎ হাজ্জে মাবরূর হলো ত্রুটিবিহীন হজ্জ বা মহান আল্লাহর কাছে মাকবূল হজ্জ।

হজ্জ বা অন্য যে কোন 'ইবাদাত কবূল করা বা না করা মহান আল্লাহর নিজের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার থেকে ইচ্ছা 'ইবাদাত কবূল করবেন কিংবা করবেন না। মানুষের নিজের পক্ষে তা আঁচ করা সম্ভবপর নয়। তবে কোন হাজীর হজ্জ মাকবূল হলো কিনা তা বুঝার জন্য কিছু আলামত বা নিদর্শন রয়েছে।

হজ্জ মকবূল হওয়ার আলামতসমূহ

আপনার হজ্জে মাবরূর নসীব হয়েছে কিনা তা আপনি কিভাবে বুঝবেন? অর্থাৎ আপনার হজ্জ মহান আল্লাহর কাছে মাকবূল হয়েছে কিনা তা বুঝার উপায় কী? মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কার 'ইবাদাত কবূল করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বান্দার দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে 'ইবাদাত সম্পাদন করতে থাকা এবং মহান আল্লাহর উপর সেই 'ইবাদাত মাকবূল হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা। তবে কোন হাজীর হজ্জ মাকবূল হলো কিনা তা বুঝার কতগুলো আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। আর তা হলো-

এক. হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর 'ইবাদাতের প্রতি মাকবূল হাজীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং গোনাহের প্রতি তার ঘৃণার সৃষ্টি হবে। তাই তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন এবং নেক কাজের প্রতি ধাবমান থাকবেন ও অন্যায় কাজ বর্জন অব্যাহত রাখবেন।

দুই. হাজীর পূর্বের অবস্থার সাথে তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হবে। তিনি আগে নেক আমলের প্রতি যতটা যত্নবান ছিলেন এখন তার চেয়ে বেশি যত্নবান হবেন। আগে অন্যায় কাজের প্রতি যতটা উদাসীন ছিলেন এখন তার চেয়ে উদাসীনতা কমে যাবে।

তিন. আখিরাতের প্রতি একজন মাকবূল হাজীর মন ধাবিত হবে এবং তিনি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হবেন। তাকে দেখে যদি এমন অবস্থা অনুভূত হয়, তাহলে

ধারণা করা যায় যে, তার প্রতি মহান আল্লাহর করুনার দৃষ্টি পড়েছে এবং তিনি মাকবূল হজ্জের অধিকারী হয়েছেন।

চার. হাজীর পূর্বের অবস্থার সাথে যদি পরের অবস্থার কোন পার্থক্য সূচিত না হয়ে থাকে, তাকে যদি আরো বেশি দুনিয়াপ্রীতি পেয়ে বসে এবং তিনি যদি পাপাচার ছাড়তে না পেরে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, শাইতান তার মনে অহংবোধ, বড়ত্ব ও বুজুর্গীর ভাব জাগিয়ে দিয়েছে। যা তার যাবতীয় নেক আমলকে বরবাদ করে দেবে। এ কারণেই নেক আমলের প্রতি হাজীর আগ্রহ বৃদ্ধি পেলেই বুঝা যাবে যে, তিনি মাকবূল হাজ্জ করতে পেরেছেন।

মুসলিম উম্মাহর প্রতি একজন মাবরূর হাজীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরোক্ত বাহ্যিক আলামতগুলোর মাধ্যমে আপনি যখন জানবেন যে, মহান আল্লাহ আপনার হজ্জ কবূল করেছেন তখন আপনার দায়িত্ব হলো- মহান আল্লাহ আপনার হজ্জ কবূল করে আপনার প্রতি যে ইহসান করেছেন এর জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত: মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহর প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ হজ্জের ন্যায় কঠিন 'ইবাদাতটিও যেই মহান প্রভু আপনাকে যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল 'ইবাদাত সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করতে থাকা।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আপনি মুসলিম উম্মাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মহান আল্লাহ লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে তাঁর ঘরের সান্নিধ্যে আসার জন্য আপনাকে বাছাই করেছেন। আপনার চেয়ে অধিক সম্পদশালী কিংবা আপনার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত অথবা আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি সামর্থবান কিংবা আপনার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কেউ কেউ হজ্জ করার তাওফীক লাভ করেননি। অতএব মহান মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবেই হজ্জের এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে আপনি যা যা শিখেছেন,

যা যা দেখেছেন তার বাস্তব শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার গুরু দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। হজ্জের সময় যেমনি সাদা আর কালো, ধনী আর গরীব, ছোট আর বড়তে কোন তফাৎ ছিল না, তেমনি হজ্জের বাইরেও এটি নিজ নিজ সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনাকেই হতে হবে অগ্রগামী।

গোটা মুসলিম উম্মাহ একটি দেহ তূল্য। এই দেহের কোন এক অংশ আহত হলে গোটা দেহ ব্যথিত হয়। আহত অংশকে রোগমুক্ত করতে গোটা দেহ পেরেশান হয়। হজ্জের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ এলাকায় সেই ভুমিকায় আপনাকেই অবতীর্ণ হতে হবে।

হজ্জের সময় সারা দুনিয়া থেকে আসা মুসলিম ডেলিগেটরা যেমনিভাবে একই ইমামের নেতৃত্বে মহান আল্লাহর নির্দেশকে মান্য করেছে ও প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি হজ্জের বাইরেও নিজ নিজ এলাকা ও দেশে ইসলামের বিধানগুলো সুউচ্চ করে ধরতে কোনপ্রকার কাদা ছোড়াছুড়ি করা যাবে না।

দল মত নির্বিশেষে মহান আল্লাহর বিধান মানা ও তা বাস্তবায়ন করার প্রশ্নে এক ও একাকার হয়ে যেতে হবে। হজ্জের বিধানগুলো পালনের সময় যেমনিভাবে আপনি ছিলেন যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতমুক্ত, হজ্জ পরবর্তী সময়েও আপনার সকল 'ইবাদাত যেন হয় শিরক ও বিদ'আতমুক্ত।

হজ্জ পালনের সময় আপনি যেমন ছিলেন অহংকারমুক্ত সাদামাটা জীবনের অধিকারী এবং প্রভুর ডাকে সারা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, হজ্জ পরবর্তী সময়েও আপনার জীবন হবে তেমনি সাদামাটা এবং সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এভাবে হজ্জের সকল শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব স্থানে যথার্থ ভুমিকা রাখাই হলো একজন মাবরূর হাজীর অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে মাবরূর হজ্জ নসীব করুন এবং আমৃত্যু হজ্জের শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজবার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

হজ্জ পালনকারীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ এবং একজন হাজীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মাঝে হজ্জ অন্যতম। হজ্জ একদিকে যেমনি শারিরীক 'ইবাদাত; অন্যদিকে তা আর্থিক 'ইবাদাতও। তাই এটি তুলনামূলক কঠিন। এটি অতি অল্পসংখ্যক মানুষের উপরই ফারয হয়ে থাকে। কারণ এতে দৈহিক সামর্থের পাশাপাশি আর্থিক সামর্থেরও প্রয়োজন হয়। অনেকে দীর্ঘ সাধনার পর হজ্জ পালনে সক্ষম হয়। এটি করতে পারা অনেক কঠিন বিধায় এবং বারবার করতে পারার নিশ্চয়তা না থাকায় একজন হাজী নিজেও এর প্রভাব ধরে রাখার ব্যাপারে সজাগ থাকেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য 'ইবাদাত সহজে পালন করা যায় এবং তা বারবার ফিরে আসে বিধায় সেগুলোর ব্যাপারে 'ইবাদাতকারীর মনোযোগ এবং সতর্কতায় যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিটি মৌলিক 'ইবাদাতেরই কিছু ইতিবাচক প্রভাব 'ইবাদাতকারীর জীবনে পড়ে থাকে। এদিক থেকে হাজ্জ অন্যতম। একজন হাজীর জীবনে হজ্জের প্রভাব সচরাচর অধিকতর দৃশ্যমান হয়। অন্যান্য 'ইবাদাতের প্রভাব স্পষ্টত: না দেখা গেলেও হজ্জের প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় এবং তা তুলনামূলক অধিক স্থায়ী হয়। হজ্জের মাধ্যমে হজ্জ পালনকারীর জীবনে সাধারণত: যে সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে থাকে তা নিম্নরূপ:

এক. জামা'আতে সালাত আদায়ের প্রতি অতিশয় আগ্রহ: হজ্জের সফরে নিয়মিত জামা'আতে সালাত আদায় করতে করতে তিনি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এখন তিনি একাকী সালাত আদায় করে তিনি কোন মজা অনুভব করেন না। তাই জামা'আতে সালাত আদায়ের প্রতি তার অতিশয় আগ্রহ তৈরি হয়ে গেছে।

দুই. জুমু'আর সালাতে আগে আগে যাওয়ার অভ্যাস: হজ্জের সফরে থাকাকালীন বাইতুল্লাহর প্রতি মনের প্রবল টান অনুভব করায় একজন হাজী জুমু'আর সালাতে আগে আগে গিয়ে এমন জায়গায় বসতে চান যেন তিনি অতি সহজে সরাসরি

বাইতুল্লাহকে দেখতে পান। কা'বা চত্বরে বসেই তিনি যেন খাতীবের খুতবাহ শুনতে পান।

তিন. মতবিরোধপূর্ণ দীনী বিধানের ব্যাপারে কট্টরপন্থা পরিহার: একজন হাজী দীর্ঘদিন বিভিন্ন দেশের হাজীসাহেবদের সাথে উঠাবসা করে এবং তাদের পালনকৃত 'ইবাদাতের বিভিন্ন রূপ দেখে তার নিজের মতটিতে অটল থাকার ব্যাপারে আর আগের মত কঠোর অবস্থানে থাকেন না। তিনি এখন সহজেই অন্যের মতটিকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান। আগে ভিন্নমতের কারো আচরণ তিনি সহ্যই করতে পারতেন না। আর এখন তিনি নিজেরটাকে অধিক সঠিক মনে করলেও অন্যের মতকে বেঠিক বলেন না এবং তা অনায়াসে মেনে নেন।

চার. সামষ্টিক বিষয়াদিতে সহনীয় মনোভাব: হজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমগুলো সকলে মিলে একসঙ্গে করতে হয় বিধায় তারা পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকেন। সেখানে দল মত নির্বিশেষে সকলেই নিজের কাজের পাশাপাশি অন্যের কাজে সহযোগিতা করেন। এভাবে দীর্ঘদিন একসাথে মিলে কাজ করতে করতে তাদের মধ্যে সামষ্টিক বিষয়াদিতে সহনশীল মনোভাব তৈরি হয়।

পাঁচ. পূণরায় হজ্জ করতে যাওয়ার তীব্র আকাংখা: মাকবূল হজ্জ করতে পারা ব্যক্তি নিজের মনে বারবার তীব্র আকাংখা অনুভব করেন যেন তিনি পূণরায় হজ্জ করতে যেতে পারেন। আল্লাহর ঘরের প্রতি এটি মহান আল্লাহর বান্দাদের এক বিশেষ আকর্ষণ যে, তারা সেখানে একবার যেতে পারলে বারবার তাদের সেখানে যেতে মন চায়।

ছয়. জবাবদিহীতার অনুভূতি: মাকবূল হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। তাই সে জ্ঞাতসারে কোন পাপাচারে লিপ্ত হয় না। জবাবদিহীতার অনুভূতি জাগ্রত থাকার কারণে সে সচরাচর কোন পাপে জড়ায় না। অগত্যা কোন পাপ ঘটে গেলে অতিসত্ত্বর তিনি তা থেকে ফিরে আসেন এবং মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

সাত. 'ইবাদাতে আগ্রহ বৃদ্ধি: মাকবূল হজ্জ পালনকারী হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সকল নেক আমলে তার আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি ছোট খাট কোন নেক আমলও আর ছাড়তে চান না। কারণ তিনি এখন নেক আমলের স্বাদ বুঝে গেছেন। তিনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه تلق .

কোন নেক আমলকেই তুমি অবজ্ঞা করো না। যদি সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করাও হয়। (মুসলিম)

আট. গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি: ভাল কাজের স্বাদ পেয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। গোনাহের কাজ দেখলেই মাকবূল হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মন খারাপ হয়। সে তার নিজের জন্যেও এটি পছন্দ করেনা; এবং অন্যের জন্যেও না। সে নিজেও এটি থেকে বিরত থাকে এবং অন্যকেও বিরত রাখে।

নয়. আখিরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া এবং দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া: একজন মাকবূল হাজী নিজের অতীতের গোনাহরাজী ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে। তাই এখন তার সকল ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-চেতনা হয় আখিরাত কেন্দ্রিক। দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রতি এখন আর সে আগের মত ব্যাকুল নয়। এখন তার সকল ব্যাকুলতা আখিরাত কেন্দ্রিক। আখিরাতের কাজের প্রতি সবসময় তার মন পড়ে থাকে।

দশ. হজ্জ সম্পাদন শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করা: একজন সফল হজ্জ সম্পাদনকারী অবশ্যই হজ্জ পালন শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করবেন। এই হজ্জ তার জীবনকে কতটুকু পরিবর্তন করেছে? বিগত দিনের গুনাহের জন্য তিনি কতটুকু অনুতপ্ত হয়েছেন? আর ভবিষ্যতে গোনাহ না করার ব্যাপারে তিনি কতটুকু দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন? মহান রবের সন্তোষ অর্জনে সে কতটুকু

সফল হতে পেরেছে? এ সকল ভাবনাকে সামনে রেখে সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে এবং তদনুযায়ী নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করবে।

নোট